জঙ্গলমহল উৎসব ঘিরে ব্যাপক উন্মাদনা

নিজস্ব সংবাদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ স্বসহায়ক দল নির্মিত হস্ত শিল্পের সম্ভার জঙ্গলমহলে, বিকিকিনি দেদার আর তাতেই নতুন দিনের স্বপ্ন দেখছে স্বসহায়ক দলের মহিলারা। এই আটদিনের জঙ্গলমহল উৎসব স্বসহায়ক দলের মহিলারা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় আজ স্বসহায়ক দলের মহিলার আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বনির্ভর ভাবে বা স্বাধীন ভাবে জীবনযাপন করছে। গত বছরের তুলনায় এই বছর মেলার আকার অনেকটাই আকরে বড় হয়েছে এবং স্টলের সংখ্যাও বেড়েছে এবং মেলার দিন সংখ্যাও বেড়েছে। মেলার দিন বাড়াতে দোকানদাররা তাদের আগের তুলনায় অনেকটাই বাড়তি উপার্জন করার আশা দেখছে। এই মেলায় উপস্থিত ক্রেতাদের ও বক্তব্য এই হস্তশিল্পের জিনিসপত্র এইরকম সরকারি উৎসবে ছাড়া দেখা মেলা না। নিপুণ হাতের তৈরী জিনিসপত্র ক্রেতারা পেয়ে খুব খুশি। এবার চতুর্থতম বর্ষে রাজ্যস্তরীয় এই জঙ্গলমহল উৎসবকে বিগত বছরের তুলনায় আরো আকর্ষনীয় করে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এবারও জঙ্গলমহলের রঙিন, বৈচিত্রময় ঐতিহ্যবাহী লোক সংস্কৃতিকে আপামর জনতার দরবারে তুলে ধরা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। এবার ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বীরভূমের মোট তিনশোটি লোকসংস্কৃতি দলের ৯ হাজার শিল্পী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করবে। ধামসা মাদলের বোলে আন্দলিত জঙ্গলমহল। উৎসবে এবার গ্রামীণ হাটে বিভিন্ন বিভিন্ন জেলার একশো পাঁচ জন গ্রামীণ শিল্পীরা তাদের সামগ্রী নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসবেন। গতবার উৎসবে গ্রামীন হাটে আট দিনে বিক্রি হয়েছিল প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার সামগ্রী। উন্নয়ন পর্ষদ আরো আশাবাদী যে এবার গত কয়েক বছরের তুলনায় গ্রামীন হাটে বিক্রয় পরিমান অনেক বাড়বে। কারন হিসাবে তাদের দাবি গত কয়েক বছরের প্রচার এবং অভিজ্ঞতা সর্বক্ষেত্রে অনেকটাই এবার সাহায্য করবে উৎসবকে সুন্দর করে তুলতে। এবার উৎসবে সরকারি বিভিন্ন দফতরের স্টল থাকবে ৪২টি এবং গ্যালারি থাকছে পাঁচটি। এই গ্যালারি গুলিতে বিভিন্ন জেলার পর্যটন, সরকারি উন্নয়ন বিষয়ক ছবি সম্বলিত তথ্য প্রদর্শিত হবে। এছাড়া মূল মঞ্চে প্রতিদিন শিল্পীরা তাদের অনুষ্ঠান করবেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে জঙ্গলমহলে যে শান্তীর বাতাবরণ তৈরী হয়েছে তাতে সবাই খুশিতে আছে। আর জঙ্গলমহল উৎসব তারই একটা বহিঃপ্রকাশ। বিভিন্ন জেলার শিল্পীরা তাদের প্রতিভার প্রকাশ ঘটাবেন। আমরা দারুনভাবে আশাবাদি এবার আট দিনের এই উৎসবের আনন্দে সবাই মেতে উঠবেন প্রানখুলে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে শ্রী শ্রী হয়েকৃষ্ণ উৎসব ও সনাতন ধর্মসভার অনুষ্ঠানে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

মানকুন্ডাতে খেলার প্রচারে মশাল মিছিল

নিজস্ব সংবাদাতা, নারায়ণগড় ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ব্লকের ৭ নং কাশীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মানকুণ্ডাতে সরকারি তথা বিধায়ক প্রদ্যোৎ ঘোষের উদ্যোগে এলাকাবাসীর দাবি মতো তৈরি করা হয়েছে একটি খেলার মাঠের। সেই নবনির্মিত মাঠে এলাকার মানুষ সহ উঠতি খেলোয়াড়দের নিয়ে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে আগামী ৭ ও ৮ জানুয়ারি। তারই প্রস্তুতি ও প্রচার স্বরূপ বৃহস্পতিবার মশাল মিছিল সমগ্র কাশীপুর অঞ্চল পরিক্রমা করল। এলাকাবাসীদের একত্রিত করতে ও খেলার মাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরতে ও আগামী দুদিনের ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রচার চালাতে এই উদ্যোগে বলে জানা যায়। মশাল দৌড়ের উদ্বোধন করেন নারায়ণগড় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম নেতৃত্ব তাপস মহাপাত্র। প্রসঙ্গত বলা যায় কাশীপুর অঞ্চলের মারকুণ্ডাতে খেলার মাঠ অধিগ্রহণ করে তৈরি করা হচ্ছে সরকারি এফসিআই গোডাউন। সেই নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ছড়ায়। খেলার মাঠ অধিগ্রহন করে এই কাজের বিরোধিতা করেন তারা। খেলার মাঠের দাবিতে বিক্ষোভ ও ভাঙচুরও করেন গ্রামবাসীদের একাংশ। তাদের দাবি মতো সেই মাঠের কাছেই অবস্থিত একটি নতুন মাঠ তৈরি করে দেওয়ার পরিকল্পনা নেন নারায়ণগড় বিধানসভার বিধায়ক প্রদ্যোৎ ঘোষ। সেই নব নির্মিত মাঠে আগামী ৭ ও ৮ জানুয়ারী আয়োজন করা হয়েছে ফুটবল টুর্নামেন্টের। সেই খেলায় বারোটি দল অংশগ্রহন করবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন সেই খেলার প্রচার চালানো হয় কাশীপুর অঞ্চলে। এলাকার সংগঠিত হওয়া মশাল মিছিল বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে প্রচার চালায়। সর্বস্তরের মানুষ যাতে অংশগ্রহণ করেন তার বার্তাও দেওয়া হয়েছে। মশাল মিছিল উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম নেতৃত্ব তাপস মহাপাত্র, কাশীপুর ৭ নং অঞ্চল তৃণূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি রবীন ধাউড়িয়া ক্রীড়াপ্রেমী সুরেশ বর্মন সহ অন্যান্যরা।

নির্মল মিশন বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ডেবরা থানা

নিজস্ব সংবাদাতা, ডেবরা ঃ নির্মল মিশন বাংলা গড়ার লক্ষ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানা সাজানো উদ্যোগ নিয়েছেন ডেবরা থানার ওসি। প্রায় দুই মাস আগে থেকেই ডিউটির সাথে চলছিল থানা সাজানোর কাজ, ফুলের বাগান, পানীয় জলের ব্যবস্থা, ডাস্টবিন লাগানো, সবজি বাগান, থানা চত্ত্বরে নোংরা আবর্জনা পরিস্কার করা। সবই উদ্যোগ নিয়ে করতো পুলিশ কর্মীরাই। পুরো থানা জুড়ে গাঁদা, গেডি, এ্যাস্টার, রংগন, স্থল পদ্ম, ইনকা, ডালিয়া ফুল সহ নাম না জানা বিভিন্ন নিজিন ফ্লাওয়ার সহ স্থায়ী ফুলের গাছ লাগিয়ে থানা চত্বর সাজিয়েছেন ডেবরা থানার ওসি চিত্ত পাল। প্রত্যেকদিন সকালে পুলিশ কর্মীদের নিয়ে বাগান চর্চা করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি সব্জী বাগান করেছেন থানা চত্বরেই। মন্দির পরিস্কার, থানা চত্ত্বর পরিস্কার, মানুষজনের বসার সেড, ব্যাট মিন্টন কোট, শৌচালয় তৈরি সব কিছুতেই অনেকটা এগিয়ে ডেবরা থানা। তাই থানার সমস্ত পুলিশ কর্মীরা এই পরিবেশ পেয়ে অনেকটাই খুশি। থানাতে আসা মানুষজনরা জানান ডেবরা থানায় এসে পরিবেশ দেখলে খুবই ভালো লাগে। পুলিশ কর্মী হয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি অতিরিক্ত সময়ে এই বাগান সাজানো। এটা সত্যিই গর্বের বিষয়।

মারধর, লুঠ, ঘরে আগুন দিল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব সংবাদাতা, নারায়ণগড় ঃ মঙ্গলবার রাতে বাড়ির দরজা জানালা ভেঙ্গে হানা দেয় দুষ্কৃতিরা। বাড়িতে ঢুকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লুঠপাট চালায়। মারধরও শুরু করে। কয়েক ঘন্টা ধরে দুষ্কৃতিরা তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ। স্থানীয় কয়েকজন যুবক এইসব কাজ করেছে বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে বুধবার পটাশপুর থানায় অভিযোগ। এ বিষয়ে বুধবার পটাশপুর থানায় অভিযোগ জানালেও এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি। ঘটনাটি ঘটেছে পটাশপরের মহেশপুর গ্রামে। পটাশপুরের ওসি ইমরান মোল্লা জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে কী কারনে এই ঘটনা ঘটল তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। ‘‘অভিযোগকারী বাড়ির মালিক শ্যামাপদ সাঁতরা বলেন, ‘‘মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ কুড়ি পঁচিশ জন স্থানীয় দুষ্কৃতী ডাকাতির উদ্দেশ্যে আমার বাড়িতে চড়াও হয়। প্রথমে ঘরের সামনে বোম মেরে আতঙ্ক তৈরি করে। তারপর বাড়ির দরজাজানালা ভেঙে ঘরে ঢুকে আমার স্ত্রীর কপালে রিভালবার রেখে প্রাণনাশের হুমকিও দেয়। ঘরের মধ্যে থাকা কাঁসা-পিতলের বাসন, নগদ পাঁচ হাজার টাকা, কয়েক ভরি সোনার গয়না, ৪০ বস্তা ধান নিয়ে চম্পট দয়ে দুষ্কৃতিরা। এমনকি আমার স্ত্রীকে শ্লীলতাহানি করে। যাওয়ার সময় ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যায় দুষ্কৃতিরা। ‘‘পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

শেষ হলো স্কুলের শতবর্ষের সূচনা অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদাতা, বেলদা ঃ তিনদিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হল বৃহস্পতিবার। শতবর্ষের পথে বেলদা একাডেমী। ১৯১৯ সালের ২ জানুয়ারী উদ্বোধন হয়েছিল বেলদার আজকের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মুগবেড়িয়ার জমিদার রায়সাহেব গঙ্গাধন নন্দ গড়ে তুলেছিলেন এই স্কুল। আজ শতবর্ষের পথে। কত স্মৃতি, কত কাহিনী, কত কঠিন পথ পেরিয়ে আজকের বিদ্যালয় সাফল্যের শিখরে। বৃহস্পতিবার স্কুলের শতবর্ষ পূর্তির সূচনা অনুষ্ঠানের ছিল শেষ দিন। এদিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী চূড়ামণি মাহাত। একইসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগড় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মানিক সিংহ মহাপাত্র, বেলদা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রদীপ রথ, বেলদা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুলেখা দে, জেলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা কমিটির সদস্য মিহির চন্দ, বেলদা প্রভাতী বালিকা বিদ্যাপীঠের পরিচালন সমিতির সভাপতি অরুণ দেব, স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ও চিকিৎসক অংশুমান মিশ্র, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ননীগোপাল শীট, বিজন ষড়ঙ্গী সহ অন্যান্যরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় শেষ দিনের অনুষ্ঠান। অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী চূড়ামণি মাহাত স্কুলের হস্টেলের উন্নয়নে সাহায্যের কথা ব্যক্ত করেন। এস সি, এস টি ছেলেমেয়েরা আরও বেশি সংখ্যায় যাতে এখানে থেকে পড়াশুনা করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দেন। স্থানীয় প্রসাশনের পক্ষ থেকে পড়াশুনো করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দেন। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্কুলের খেলার মাঠের সংস্কারের আশ্বাস পেয়ে কার্যত খুশি স্কুল কর্তৃপক্ষ। বেলদা গঙ্গাধর এ্যাকাডেমি স্কুল আগামী ২০১৯ সালে পূর্ণ করবে তার শতবর্ষ। স্বাধীনতার আগে থেকে পঠনপাঠন চলে আসছে এই স্কুলে। পুরনো বিডিং এখন আর নেই। নতুন ঝাঁ চকচলে স্কুলের দেওয়ালে দেওয়ালে আজ কত স্মৃতি। সেই স্মৃতির কোলাজ তুলে ধরা হয়েছে চিত্র প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে। নাম দেওয়া হয়েছে, ‘বিদ্যালয়ের সেকাল’, ‘বিদ্যালয়ের একাল।’ শতবর্ষ পূর্তির সূচনা অনুষ্ঠানকে ঘিরে স্কুলটিকে নতুন করে সাজানো হয়েছিল। স্কুল চত্বর জুড়ে মনীষীদের ছবি। সেখানে বিদ্যাসাগর থেকে কবি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে স্বামী বিবেকাননদ। রাতে নানা রঙের আলোয় সেজে উঠেছিল স্কুল। তিনদিন ধরে নতুন পুরাতন ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবক অভিভাবিকা ও বিশিষ্ট মানুষে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বিদ্যালয় প্রাঙ্গন। মঙ্গলবার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। বুধবার উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বেলদা গঙ্গধর একাডেমী স্কুলের প্রধানশিক্ষক ও শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি সম্পাদক ননীগোপ শীট বলেন, ‘স্কুলের জন্য হয়তো অনেক কিছুই করেছি। আবার অনেক কিছুই করতে পারিনি। তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। না পারার মধ্যে থেকে গেল স্কুলের খেলার মাঠ। স্কুলের মাঠ তেমন ব্যবহারের উপযোগী নয়, আবার নিরাপত্তাহীনও। কোনও বাউন্ডারি ওয়াল নেই। তাই রাতে দিনে বহিরাগতদের যাতায়াত চলে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য চাই।’ তিনি আরও বলেন ‘আগামী ২০১৯-এ আমি প্রাক্তন হয়ে যাবে। অবসরের আগে শতবর্ষ পূর্তির সূচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরে আমি আনন্দিত।’

শ্রীজিত-এর গর্বে গর্বিত এলাকাবাসীরা

নিজস্ব সংবাদাতা, ঝাড়গ্রামঃ শ্রীজিত সরেন বাড়ি ঝাড়গ্রাম জেলার প্রত্যন্ত কামারবাঁধি গ্রামে। রাজ্যস্তরের স্কুল ক্রিকেট সুযোগ পেয়েছে। ঘরের ছেলের এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। পরিবার থেকে অ্যাকাডেমি খুশি সকলেই। গ্রামে স্বচ্ছল পরিবার বলতে তেমন নেই। নেই ভালো বিদ্যালয়ও। তাই ছোটোবেলা থেকেই কাকার কাছে মানুষ হয়েছে বছর ১৪-র শ্রীজিত সরেন। খেলাধূলোর কোটাতেই ঝাড়গ্রামের কুমুদকুমারী বিদ্যালয়ে সে ভর্তি হয়। পাশাপাশি চলতে থাকে ক্রিকেটও। এরই মাঝ সে ভর্তি হয় ঝাড়গ্রামের আর এম এস ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে। জোরে বল করাটাই তার একমাত্র নেশা। সেই নেশাটাই আজ পরিণত হয়েছে প্যাশনে। ক্রিকেট পাগল এই ছেলেটার রোজনামচা প্রতিদিন সকালে তিন ঘন্টা করে অনুশীলন। এরপর স্কুল, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই ফের মাঠে। এককথায় ক্রিকেটই তার ধ্যানজ্ঞান, ক্রিকেটই চিন্তামণি। পরিবার থেকে অ্যাকাডেমি খুশি সকলেই। উচ্ছ্বসিত আর এম এস ক্রিকেট অ্যাকাডেমির সম্পাদক অমিত হাজরা। তিনি বলেন, আমরা প্রত্যেকেই খুব খুশি। ক্রিকেটের প্রতি শ্রীজিতের যে উৎসাহ রয়েছে, তা দেখে আমরা অভিভূত। আমরা যতদূর সম্ভব, ওকে সাহায্য করব। তবে ডানহাতি পেসার শ্রীজিতের চোখেমুখে কিন্তু খুসির লেশমাত্র দেখতে পাওয়া গেল না। বরণ তার কথায় একটা অদম্য জেদ ফুটে উঠল। বল্ল, ‘‘জাতীয় ক্রিকেট দলে পেসার মহম্মদ সামি আমার আইকন। যদি সুযোগ পাই তাহলে আগামীদিনে ভারতীয় ক্রিকেট দলের হয়ে খেলার ইচ্ছে রয়েছে।

খেলার চর্চা সুস্থ সমাজ গঠনের ইঙ্গিত

নিজস্ব সংবাদাতা, এগরা ঃ খেলাধূলার চর্চা বাড়ার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় সমাজের সুস্থ অবস্থা তৈরি হচ্ছে। এগরা পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডে মরহুমা রূপার বেগম ও যমুনা কর স্মৃতি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে বলেন এগরার বিধায়ক সমরেশ দাস। প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য বিশ্বজিৎ মাইতি। অন্যান্যদের মধ্যে এগরা পৌরসভার প্রাক্তন উপ পৌর প্রধান বীরেন নায়ক, জয়ন্ত সাহু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

খড়গপুরে শ্রীকৃষ্ণ কলোনীতে সদ্যজাতের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদাতা, খড়্গপুর ঃ খড়্গপুর লোকাল থানার শ্রীকৃষ্ণ কলোনি এলাকায় এক সদ্যোজাত শিশুর পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হল। এলাকার একটি পরিত্যক্ত মাঠে তিন থেকে চারদিন বয়সের এক সদ্যোজাত শিশুর পচাগলা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।